শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট

শ্রেণি- চতুর্থ

বিষয় :- ইতিহাস

একক :দেশে দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার

উপএকক –কুষাণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্য (56–59পাতা)

1)প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।(সংক্ষেপে)

ক)মৌর্যদের পর ভারতবর্ষে কোন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল?এই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কী?

উ: মৌর্যদের পর ভারতবর্ষে কুষাণ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কনিষ্ক।

খ)কুষাণ কারা?

উ: কুষাণরা ছিল বহিরাগত জাতি। চিনের ইউ চি জাতির একটি শাখা কুষাণ নাম নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।এই সাম্রাজ্যের প্রথম রাজা ছিলেন কুজুল কদফিসেস।

গ)সম্রাট কনিষ্ক কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন?তিনি ভারতবর্ষে কীভাবে এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন?

উ: সম্রাট কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ স্তুপ, বৌদ্ধ মঠ প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। তার সময়ে গান্ধার শিল্পরীতি(বৌদ্ধওগ্রিক শিল্পের সংমিশ্রণ) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

ঘ)গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?তাঁর পুত্রের নাম কী ছিল?
উ:গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত। তাঁর পুত্রের নাম ছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।
ঙ)গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? তার রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে লেখো।
উ: গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন সমুদ্র গুপ্ত। তিনি ছিলেন শক্তিশালী যোদ্ধা এবং দিগ্বিজয়ী বীর।তিনি প্রায় সমগ্র ভারত যথা উত্তর থেকে দক্ষিণ,পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন।
চ)হরিষেণ কে ছিলেন?
উ: সমুদ্রগুপ্তের সভকবি ছিলেন হরিষেণ। তাঁর রচিত "এলাহবাদ প্রশস্তি"থেকে সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধজয় এবং তার সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীত প্রীতি সম্বন্ধে জানা যায়।
ছ)গুপ্তবংশে কোন রাজার দুটি রাজধানী ছিল?সে দুটির নাম কী?
উ: গুপ্ত বংশের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দুটি রাজধানী ছিল। একটি পাটলীপুত্র অপরটি উজ্জয়িনী।
জ)নবরত্ন সভা কী?
উ: পিতার মত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও ছিলেন শিল্প,সাহিত্যে অনুরাগী।তিনি জ্ঞানীগুণী মানুষদের সমাদর করতেন। তার রাজসভায় এইরকম নয়জন জ্ঞানী মানুষের সমাগম ঘটেছিল। এরা হলেন –
অমরসিংহ,কালিদাস,ক্ষপনক,ঘটর্কপর,ধন্বন্তরি,বররুচি,

বরাহমিহির,বেতলভট্ট এবং শঙ্কু।এদের একত্রে নবরত্ন বলা হয়।

ঝ)গুপ্তযুগকে কেন সুবর্ণযুগ বলা হয়?

উ:গুপ্তযুগে রাজারা ছিলেন যেমন সুশাসক তেমনই শিল্প সাহিত্যে অনুরাগী।তারফলে এই যুগে শিল্প,স্থাপত্য, চিত্রকলা,সাহিত্য, বিজ্ঞান,গণিত প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি ঘটে। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে ও বানিজ্যে গুপ্তযুগ ছিল উন্নতির শিখরে। এই কারণে গুপ্তযুগকে ভারতের সুবর্ণযুগ বলা হয়।

বই ভালোভাবে রিডিং পড়বে.

প্রশ্নোত্তরগুলি ও ভালোভাবে পড়বে.

বিঃদ্রঃ

- **ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যদি বুঝতে সমস্যা হয়, তবে নিজের বক্তব্য Comment Box- এ পাঠাও।**
- **নিজের নাম, শ্রেণি, বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা ও যোগাযোগ নম্বর উল্লেখ করবে।**
- **আমরা সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবো।**